গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯.১৪১ তারিখ: ২৭.০৫.২০১৯খ্রি:

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১০.০৪.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১০.০৪.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১	চাঁদপুর জেলার নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের এম.পি.ও.এর সিটে নিশ্চিন্তপুর কলেজ হিসেবে লিপিবদ্ধকরণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ে ০৪.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৭জি/৮৮১/(ক-৩)/২০০৬/৩৪২৪ স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:-৯/অনুমতি-১৩/২০০৮/৩১২/১, তারিখ: ২৯.০৯.২০১৪ মোতাবেক নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হতে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে পৃথকীকরণের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। তার প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-ক.প/স্বী/চাদ/১৫৬৬(৭) তারিখ: ০৬.১১.২০১৪ মর্মানুসারে নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হতে কলেজ শাখা পৃথকক্রমে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এম.পি.ও.শীটে স্কুল এন্ড কলেজ হতে কলেজ আলাদা করা হলে বা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হলে অতিরিক্ত ৫টি পদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকারের অতিরিক্ত ১০,৯৪,৩০০/-টাকা আর্থিক সংশ্লেষ হবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ১৫/০১/১৯৯৮ তারিখে নম্বর শা:৪/১জি-১৮/৯৭/০৫-শিক্ষা স্মারকে নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হিসেবে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। এমতাবস্থায়, এম.পি.ও. কপিতে চাঁদপুর জেলার নিশ্চিন্তপুর স্কুল এন্ড কলেজকে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে পৃথকীকরণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সদয় নির্দেশনা কামনা করেছে।	চাঁদপুর জেলার নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের স্থলে এম.পি.ও. শীটে নিশ্চিন্তপুর কলেজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করা হলো। এবং জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখা-৪ এর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের নং-শিম/শা:৯/অনুমতি/-৩/২০০৮/৩১২ স্মারকে জারীকৃত আদেশের ২নং শর্তটি প্রত্যাহার করার জন্য অতিরিক্ত সচিব কলেজ উইং বরাবর পত্র প্রেরণ করার সুপারিশ করা হলো।
২	নারায়নগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ চারুকলা ইনষ্টিটিউট (আর্ট কলেজ) এর ডিগ্রী কোড প্রদান প্রসংগে।	নারায়নগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ চারুকলা ইনষ্টিটিউট (আর্ট কলেজ) এর ডিগ্রী কোড প্রদানের বিষয়ে বর্ণিত

	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ে ১২.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৭৯.১৮৮৫৩৪০ স্মারকে অবহিত করেন যে, নারায়নগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ চারুকলা (আর্ট কলেজ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শাখা-৪/১জি-৪/২০০৪/২৭৩, তারিখ: ০১.০৬.২০০৪ মোতাবেক ডিগ্রী কলেজ হিসেবে এম.পি.ও ভুক্তি হিসেবে লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে উচ্চ মাধ্যমিক কোড প্রদানের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলের মতামত নেয়া হয়। ইএমআইএস সেলের মতামত : বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি ডিগ্রী স্তরের এম.পি.ও ভুক্তির আদেশটি অনেক খোজাখুজির পরেও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মন্ত্রণালয়ের আদেশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে যে আদেশ ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হয় তাতে ভুল হতে পারে অথবা ইএমআইএস সেল থেকে ও ভুল হতে পারে। কিন্তু আদেশটি পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে না পাওয়ায় সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে না। মন্ত্রণালয়ের ০১.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশের নারায়নগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট (আর্ট কলেজ)কে ডিগ্রী কোডে এম.পি.ও ভুক্ত করায় উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের কোড সংশোধন করে ডিগ্রী কোড প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দাখিলকৃত পত্রে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। যাহা নিম্নরুপ : ১) জনাব সালমা জাহান যুগ্ম সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২) জনাব প্রফেসর আব্দুল মান্নান পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৩) জনাব ফারহানা আক্তার সহকারী পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩	কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুলের সহকারি শিক্ষক জনাব মালতী মিটিল্ডা কোড়াইয়া (ইনডেক্স নং-৪৪১৪৯৬) এর এম.পি.ও.ভুক্তি প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৩.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-৩৯৮-ম/২০১৪/১৮০৫৭ স্মারকে অবহিত করেন যে, কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুলের সহকারি শিক্ষক জনাব মালতী মিটিল্ডা কোড়াইয়া (ইনডেক্স নং-৪৪১৪৯৬) ১৯৯৯ সনের সহকারি শিক্ষক পদে সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও.ভুক্ত হন । পরবর্তীতে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ১৫.০৫.২০১৪ইং তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও. ভুক্ত হন। বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের আর্চবিশপ কার্ডিনার প্যাট্রিক ডি.রোজারিও সি.এস.সি স্মারক নং-শিম/শা:১১/৮-৭৩(সিবিসিবি)/২০১২/৪৮৩, তারিখ:০৯ জুলাই ২০১২খ্রি:	কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব মালতী মিটিল্ডা কোড়াইয়া (ইনডেক্স নং-৪৪১৪৯৬) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না হওয়ায়, তাকে প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও. প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	মোতাবেক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং ০১.০৭.২০১৮ খ্রি: প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এমতাবস্থায়, জনাব মালতী মিটিল্ডা কোড়াইয়া (ইনডেক্স নং-৪৪১৪৯৬) কে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২.০৬.২০১২ তারিখের কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের ১নং ক্রমিকের নির্দেশনা মোতাবেক (প্রধানশিক্ষক/অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্চবিশপ প্রস্তাব দিবেন এবং মিশনারী প্রধানগণ তা ম্যানেজিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন) আর্চবিশপ ১৮.০৬.২০১৮ তারিখে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। কার্যবিবরণীর উক্ত নির্দেশনার আলোকে আর্চবিশপ কর্তৃক নিয়োগ পদোন্নতি অনুমোদন বিষয়ে (মিশনারী স্কুলসমূহে) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করেন।	
৪	সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাধীন কানাইঘাট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব সিরাজুল ইসলাম এর মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ০৮.০৮.২০১৮ তারিখে নং-৭জি/৭৪(ক-৩/২০১৩/৩০৭৭ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, কানাইঘাট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৪০৩০৪১) এর নিয়োগ অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ এবঙ তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম ও আপত্তির বিষয়ে জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের প্রমান পাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.০৮.২০০৭ তারিখের শা:-১৩/অভিপরি:/৩-৬১/২০০৫/৯০৭ নং পত্রে তার বেতন ভাতার সরকারি অংশ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি বেতন ভাতা বন্ধকরণ সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩০.১০.২০০৭ তারিখের ওএম/৬৬(ক-৩)/২০০৩/১৩৬৮৮/৬ নং স্মারক পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা নং-১০১৭০/২০০৭ দায়ের করেন। আইন উপদেষ্টার মতামত: সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাধীন কানাইঘাট ডিগ্রী কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব সিরাজুল ইসলাম তার বেতন ভাতা বন্ধ করণ সংক্রান্ত মাধ্যমিকও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩০.১০.২০০৭ তারিখের ওএম/৬৬(ক-৩)/২০০৩/১৩৬৮৮/৬ স্মারক পত্রের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১০১৭০/২০০৭ দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ Rule Absolute করে রায় প্রদান করেন। রয়ে অধিদপ্তরের ৩১.১০.২০০৭ তারিখের পত্র কে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল নং-৪০২/২০১৩ দায়ের করা হয়। উক্ত আপিল খারিজ হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মহামান্য হাইকোর্টের রায়	মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের মামলা নং-১০১৭০/২০০৭ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের আপীল মামলা নং-৪০২/ ২০১৩ এর আদেশ মোতাবেক সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাধীন কানাইঘাট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব সিরাজুল ইসলাম অনুকূলে যাচাইন্তে বকেয়াসহ বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	ও আদেশ অনুসারে ২০০৭ থেকে বকেয়াসহ এম.পি.ও ছাড়করণের জন্য মতামত প্রদান করেন। জনাব সিরাজুল ইসলাম ০৪.১১.২০০৮ তারিখে কানাইঘাট কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন। অক্টোবর/২০০৭ থেকে ০৪.১১.২০০৮ পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতার পরিমান ১,৯০,৩৫০/-(এক লক্ষ নব্বই হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।	
৫	ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল থানাধীন কমলাপুর শেরে বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল আলিম এর এম.পি.ও স্থগিত (Stop Payment) থাকা অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৮৮৭৯/২০১৮ এর রায়/আদেশ মোতাবেক খোরপোষ ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০২.১২.২০১৮ তারিখে নং-৩৭.০২..০০০০.১০৭.৯৯.০৯৪.২০১৭-১৭৪০০ নং স্মারকে অবহিত করেন যে,২০১৭ সালের এসএসসি সমমান পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস ও অন্যান্য অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় গত ০৭.০৩.২০১৭ তারিখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জনাব মো: আব্দুল আলিম (প্রধান শিক্ষক)কে সাময়িক বরখাস্ত করেন। তিনি উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বেতন ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৮৮৭৯/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনের ১০.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশ নিম্নরুপ : Pending hearing of the Rule, the Respondents are directed to Pay subsistence allowances and other benefits with arrear dues to the petitioner in accordance with law. উক্ত আদেশের আলোকে করণীয় নির্ধারণের অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ প্রদান করেছে : Our opinion is that the Directorate of Secondary and Higher Education should request the Ministry of pay subsistence allowances and other benefits to the Petitioner in accordance with law as per adintirim order of the Hon'ble Court. কমলাপুর শেরে বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল আলিম কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১৩.০১(অংশ-২).৩৩৬, তারিখ: ২৮.০৩.২০১৭ মূলে ২০১৭ সালের এসএসসি সমমান পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস ও অন্যান্য অনিয়মের সাথে	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-৮৮৭৯/২০১৮ এর আদেশের প্রেক্ষিতে জনাব আব্দুল আলীম (প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে বেতন-ভাতা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করে খোরপোষ ভাতা চালুকরণ এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের চলমান মামলার বিষয়ে সরকার পক্ষ হতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	সম্পৃক্ত থাকায় মে/২০১৭ হতে তার এম.পি.ও. স্থগিত করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে এম.পি.ও স্থগিত অবস্থায় খোরপোষ ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে। এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত কামনা করা হয়েছে।	
৬	বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন উজলকুড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: মহসিন শেখ এর এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৪.০১.২০১৯ তারিখে নং-৪জি/৭১২-ম/১২/২১৩ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন উজলকুড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করেন। বিষয়টি প্রাক্তন উপ-পরিচালক কলেজ-২ জনাব মেজবাহ উদ্দিন সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্তের সার্বিক মন্তব্য নিম্নরুপ: (ক) জনাব মো: মহসিন সেখ এর নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এম.পি.ও ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার নিয়োগ বিধি সম্মত নয়। (খ) তবে জনবল কাঠামো ২০১০ এর পরিশিষ্ট-ঘ এ বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহপ্রধানদের প্রাপ্য বেতন কোডের একধাপ নিচে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পূর্ন হলে পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদী পাবেন এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উভয়ই শিথিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক জনাব মো: মহসিন সেখ ০১.০৮.২০০২ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি ০১.০২.২০০৩ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে নয় কোডে এম.পি.ও ভুক্ত হন। নিয়োগকালে তার কাম্য বি.এড প্রশিক্ষন ও চাকুরীর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় নিম্ন কোডে এম.পি.ও ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে তার নিয়োগ ও এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে অভিযোগ উঠে। এ বিষয়ে তাকে কারণ দর্শানো হয় এবং তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তার কারণ দর্শানোর জবাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত ২৫.০৯.২০১৬ তারিখে চুড়ান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামোর ১১(খ) ধারা অনুযায়ী বেতন ভাতাদি অব্যাহত রাখার জন্য গত ১০.১০.২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানে পত্র দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষা জনাব মো: মহসিন সেখ এর এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করেছে।	প্রধান শিক্ষক জনাব মো: মহসিন শেখ এর বেতন ভাতা প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৭	মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আ: ছালাম খান এর বেতন ভাতা চালু করা সংক্রান্ত।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আ: ছালাম খান এর বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো। তবে কোন বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন না এবং মূল মামলা

	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২১.০১.২০১৯ তারিখে নং-৬সি-১২-ম/১২/২৫৪ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১০.২০১৩(খন্ড-১).২৩৩ তারিখ: ০৮.০৫.২০১৭ খ্রি: মোতাবেক ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আ: ছালাম খানের বেতন-ভাতা বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক অত্র অধিদপ্তরের ২২.০৫.২০১৭ তারিখের ৬সি-১২-ম/২০১২/৫৬৯১/১২ স্মারকে বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আ: ছালাম খান কর্তৃক দায়েরকৃত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৫৯৫/২০১৭ এর আদেশের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অত্র অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামতে উল্লেখ করেন যে, As the said teacher was found as teacher holding fake certificate and on investigation it was proved. The Writ Petition pending before the highest court of the country and as per decision of 47 DLR (AD)38 a subjudice matter should not be interfered by and administrative order. তিনি মতামতে আরো উল্লেখ করেন যে, But the ad interim order of the High court Division is in force. The authority can give him temporally released. But no dues can be given to him before find verdict of the writ petition. যেহেতু জাল সনদপত্রের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত এবং মূল মামলাটি Pending রয়েছে। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ছাড়করণ করা যেতে পারে তবে মূল মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো বকেয়া প্রদান করা যাবে না বলে মতামতে উল্লেখ করেন। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য	যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮	পাবনা জেলার আটঘড়িয়া উপজেলাধীন দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব নির্মল কুমার সাহা (ইনডেক্স নং-২৫১৪৩০) এর বকেয়া বেতন ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২১.০১.২০১৯ তারিখে নং-৪জি-৪৮১-ম/০৭/২৫৩ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অবসরের পর বিধি বহির্ভুতভাবে জনাব নির্মল কুমার সাহা সহকারি শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করেন। জনাব নির্মল কুমার সাহা সহকারি শিক্ষক গত ২৯.০৯.২০১৩ তারিখ ম্যানেজিং কমিটি	দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব নির্মল কুমার সাহা (ইনডেক্স নং-২৫১৪৩০) কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপিল কমিটির ২৭.০৮.২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার বেতন-ভাতা স্থগিত হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশের প্রেক্ষিতে তার স্থগিত বেতন-ভাতা ছাড় করা হয়। তিনি তার স্থগিতকালীন সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা চেয়ে আবেদন করেছেন। সর্বশেষ জারীকৃত জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮(২) ধারা অনুযায়ী স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের পর স্থগিতকালীন বেতন ভাতার বকেয়া প্রাপ্য হবেন না মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পদের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ বিষয়ে নিয়ম অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেতে প্রতিষ্ঠানটির সহকারি প্রধান শিক্ষক রীট মামলা নং-২০১৫/২০১৫ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৭.০৮.২০১৫ তারিখের আপীল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব নির্মল কুমার সাহাকে বেতন-ভাতা (Stop) করা হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সহকারি প্রধান শিক্ষকের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু জনাব নির্মল কুমার সাহা উক্ত নির্দেশনা আমলে নেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিম/শাখা:-১১/৩-৯/২০১১/২৫৬, তারিখ: ০৬.০৬.২০১১ পরিপত্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ১০.১২.২০১৩খ্রি: তারিখের এর আদেশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২৯.০৩.২০১৫ খ্রি: তারিখের আদেশ অমান্য করায় জনবল কাঠামো-২০১০ এর অনুচ্ছেদ ১৮(১)খ ও গ ধারা মোতাবেক জনাব নির্মল কুমার সাহা, সহকারি শিক্ষক এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিত করণে (Stop Payment) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে ০৭.০৪.২০১৫ তারিখের অত্র অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪জি-৪৮১-ম/২০০৭/২৯৫৭ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ০১.০৮.২০১৭ খ্রি: তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৫(খন্ড-১).৪০০ স্মারক পত্রে তার বেতন ভাতার সরকারী অংশ (Stop Payment) প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়নি। উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব নির্মল কুমার সাহা এর নভেম্বর ২০১৫ থেকে আগষ্ট ২০১৭ পর্যন্ত বেতন ভাতাও অন্যান্য প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে আবেদন করলে দাবীকৃত বকেয়া জনবলকাঠামো নির্দেশিকা ২০১০ (সংশোধিত ২০১৩) এর ১৮(৬) ধারা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করার জন্য পত্র দেয়া হয়।	
৯	মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-১০৬৩১/২০১৭ এর রায়ের আলোকে রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জনাব মো: সাহেদ আলী (ইনডেক্স নং-৫০৪৩২২) এর পূর্বের বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদানসহ স্ব পদে বহাল এবং দায়িত্বভার প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২২.০১.২০১৯ তারিখে নং-৪জি-৮৯৪-ম/২০১১/২৬৯ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: সাহেদ আলী (ইনডেক্স নং-৫০৪৩২২) কে নিম্নবর্ণিত কারণে ম্যানেজিং কমিটি সাময়িক বরখাস্ত করে : ১. শিক্ষাবিধির ১৩ (১, ২) ধারামতে ;	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক জনাব সাহেদ আলীর বরখাস্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট বোর্ডের আপীল আরবিট্রেশন কমিটিতে প্রেরণ পূর্বক ১৫দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	২. রেজুলেশন বহিতে কাটিকাটি, অভার রাইটিং, জাল সহি, ফ্লুইড ব্যবহার করার অপরাধে ; ৩. সভাপতি প্রদত্ত ২০.১১.২০১৪ তারিখের নোটিশটি গ্রহণ না করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করায় ; ৪. অবৈধভাবে বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ করায় ; ৫.বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাদানের প্রতি অনীহা ; ৬.উপবৃত্তির টাকা বিতরণকালে নিয়মবহির্ভুতভাবে টাকা কর্তন করে কম টাকা প্রদান করায় ; ৭.বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করায় ; ৮.বিধিবহির্ভুতভাবে সহকারি শিক্ষক (কৃষি) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর পূর্বের করণিক পদে ইস্তফা না দিয়ে সরকারি ও বিদ্যালয় অংশের অনুদানের টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন এবং ৯.প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষক এর নিয়োগকালীন সময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য অত্র বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা (কাব্যতীর্থ) চন্দনা বিশ্বাস-কে দায়িত্বভার প্রদান করা সত্ত্বেও আপনি প্রধান শিক্ষক পদের পদপ্রার্থী হয়েও নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী লিখিত এবং বেআইনীভাবে পরিচালনা করায়। উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করে তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশিন নং-১০৬৩১/২০১৭ দায়ের করেন। মামলার আদেশে সাহেদ আলীর ০৭.০৮.২০১৭ তারিখের আবেদনDispose of accordance with law করার নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব সাহেদ আলীর চুড়ান্ত বরখাস্ত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রায়েছে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের জবাব চাওয়া হলে তিনি জবাব দাখিল করেন। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন : উল্লেখ্য, জনাব সাহেদ আলী রাজশাহী বোর্ডের একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনাব সাহেদ আলীর চুড়ান্ত বরখাস্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন আবেদন জমা দেয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে। সদয় সিদ্ধান্তেরন জন্য	
১০	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন দক্ষিন রাঙ্গুনিয়া শিলক বালিকা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের মার্চ/২০০৭ থেকে মে/২০০৮ সাল থেকে মোট ১৫(পনেরো) মাসের বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান বিষয়ে মতামত সংক্রান্ত। উপসচিব (আইন-১) অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার সুস্পষ্ট মতামত আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বিভাগের ৩০.০১.২০১৯ তারিখে ইউও নোট নং-৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০০৪.১৭-৪২ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুদত্ত কুমার বড়ুয়া উক্ত কলেজের স্থগিত এম.পি.ও ছাড়করণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-২১৮৮/২০০৮ দায়ের করেন। বিগত ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয় হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের বেতন ভাতার সরকারি অংশ মার্চ ২০০৭ থেকে স্থগিত রাখা হয়। উক্ত স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-২১৮৮/২০০৮ দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট শিক্ষকবৃন্দের বন্ধকৃত বেতন ভাতাদির বকেয়াসহ ছাড়করনের রায় প্রদান করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট আপীল আবেদনটি খারিজ করে পূর্ববর্তী আদেশে বহাল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের জুলাই ২০১৮ থেকে বেতন ভাতাদি ছাড় করা হয় তবে বকেয়া প্রদান করা হয়নি। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য।	
১১	বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাধীন কয়াকুঞ্চি উচ্চ বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৫.০২.২০১৯ তারিখে নং-৪জি-৩২১৭-ম/২০১৩/৩৫১ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাধীন কয়াকুঞ্চি উচ্চ বিদ্যালয় (এম.পি.ও.কোড: ৭৬০১০৪১২০১) এর সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক (ইনডেক্স নং-২৫২৫৭৫) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে দাখিল করেছেন। বর্ণিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সত্য বলে প্রমানীত হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা নিম্নরুপ মন্তব্য করেছেন। (১) পাবলিক পরীক্ষার হলে কক্ষ পরিদর্শকদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়েছে। (২) প্রশ্নপত্র ফাঁস কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করেছেন। (৩) এহেন কর্মকান্ডে শিক্ষকতা পেশার অবমানা এবং নৈতিক স্খলন ঘটেছে। (৪) একজন ধর্মীয় শিক্ষক সর্বোপরি শিক্ষক হিসেবে চরম অনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করেছেন। (৫)জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক এর এহেন কর্মকান্ড এবং তা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ এলাকায় বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।	জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) কয়াকুঞ্চি উচ্চ বিদ্যালয় এর এম.পি.ও. সাময়িক স্থগিত করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	তদন্তকারী কর্মকর্তা বর্ণিত সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব মো: আবু বকর সিদ্দিক (ইনডেক্স নং-২৫২৫৭৫) এর বিরুদ্ধে উপরোল্লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় তার এম.পি.ও স্থগিতসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।	
১২	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন ভান্ডারখোলা সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে জনাব মো: আবু সাইদ এর এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১২.০২.২০১৯ তারিখে নং-৪জি-৮৯৬৯-ম/১০/৪৮৯ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন ভান্ডারখোলা সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবু সাইদের এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্ত করে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরুপ: (ক) প্রস্তাবিত জনাব মো: আবু সাইদ (ইনডেক্স নং-১০১৬২৯৯) এর নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া ০৪.০২.২০১০ এর জনবলকাঠামো অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়ায় তিনি ১৪.০৬.২০১৮ তারিখে যোগদান করেন। (খ) বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠান (স্কুল/কলেজ) এর জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ধারা ২৪(ঙ) এ বর্ণিত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান নীতিমালা উল্লেখ না থাকায় আদেশ জারীর তারিখ ১২.০৬.২০১৮ হতে কার্যকর করা হয়েছে (গ) ১২.০৬.২০১৮ তারিখে জনবল কাঠামো ১৪.০৬.২০১৮ তারিখে উন্মুক্ত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে প্রস্তাবিত প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সকল প্রক্রিয়া ০৪.০২.২০১০ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়ায় এম.পি.ও. ভুক্তির নিমিত্ত সিদ্ধান্তের জন্য মহোদয়ের আশু কৃপা কামনা করেছে। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য।	জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন ভান্ডারখোলা সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবু সাইদ এর প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও. প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৩	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলাধীন কাদাকাঠি আরার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদ্বয় জনাব মো: ছাবিবুল রাশেদ (ইনডেক্স নং-৫১৩৯১৭) এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল (ইনডেক্স নং-১০৭৩৭৮৬) এর সাময়িকভাবে বন্ধকৃত বেতন ভাতাদি ছাড়করণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৪.০২.২০১৯ তারিখে নং-১২৪/৪জি/১৬১২-ম/১২(অংশ-১)/৪৪৬ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জনাব মো: ছাবিলুর রশিদ, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-৫১৩৯১৭) এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-১০৭৩৭৮৬) কর্তৃক এসএসসি পরীক্ষা-২০১৭ চলমান অবস্থায় দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদুপায় অবলম্বন এবং সরকারি নির্দেশনা অমান্য করার অভিযোগে এম.পি.ও. স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। এসএসসি	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলাধীন কাদাকাঠি আরার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: ছাবিলুর রাশেদ (ইনডেক্স নং-৫১৩৯১৭) এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল (ইনডেক্স নং-১০৭৩৭৮৬) এর সাময়িকভাবে বন্ধকৃত বেতন-ভাতাদি ছাড় করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	পরীক্ষাকেন্দ্র দরগাহপুর (২৫৯) এর নোটিশ, কেন্দ্রসচিবের প্রতিবেদন, তদন্ত করা হয় এবং তদন্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, উক্ত দুইজন শিক্ষক নির্দোষ। বিদ্যালয়ে নিয়োগ থেকে অদ্যাবধি সরকারি বিধি মোতাবেক কর্মরত থাকায় দুইজন শিক্ষকের স্থগিতকৃত এম.পি.ও চলমান করে বকেয়া বেতনসহ সরকারি বেতনভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করার সু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো। জনাব মো: ছাবিলুর রশিদ, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-৫১৩৯১৭) এবং জনাব রসময় কুমার মন্ডল, সহকারী শিক্ষক (ইনডেক্স নং-১০৭৩৭৮৬) এর সাময়িকভাবে বন্ধকৃত বেতন ভাতাদি ছাড়করণ বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করে।	
১৪	হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলাধীন হানিফ খান দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রুবি খাতুন চৌধুরী ও সহকারী গ্রন্থাগারীক জনাব সেলিম মিঞা তালুকদারের সাময়িক স্থগিত (Stop payment) বেতন-ভাতা ছাড়করণ প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৭.০২.২০১৯ তারিখে নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৪১.১৮/৬৮৭নং স্মারকে অবহিত করেন যে, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলাধীন হানিফ খান দ্বি মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব রুবি খাতুন চৌধুরী, ইনডেক্স নং-৪৪৫৯৩৬ এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব সেলিম মিঞা তালুকদার (ইনডেক্স নং-১১১১০৫৯) এর বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের রেজুলেশন বইয়ের উপস্থিতি স্বাক্ষরের পাতা ছেড়ার কাজে প্ররোচনা দেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ গত ০৬.০১.২০১৬ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৪.২০১১.৫২৪ সংখ্যক স্মারকের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত শিক্ষক কর্মচারীদ্বয়ের বেতন ভাতা জানুয়ারি/২০১৭ মাস থেকে সাময়িক স্থগিত (Stop payment) করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ কে তদন্তের দায়িত্ব দিলে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ ১১.০৬.২০১৭ তারিখে নং-০৫.৪৬.৩১০০.০১০.০১.০০৭.১৬.২৩৮ সংখ্যক স্মারক পত্রে বর্ণিত শিক্ষক কর্মচারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় । এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থেকে ২৯.০৮.২০১৭ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৪.২০১১.৪২৯ সংখ্যক স্মারকে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জকে সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ পুণরায় তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। তাতে বর্ণিত হয় ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে বাধা দেয়ার বিষয়ে আনীত অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি। অত:পর ০৮.১০.২০১৭ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৪.২০১১.৫৪৪ সংখ্যক স্মারক পত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুনরায় তদন্তের আদেশ দিলে	হানিফ খান দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রুবি খাতুন চৌধুরী ও সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব সেলিম মিঞা তালুকদারের সাময়িক স্থগিতকৃত বেতন-ভাতা (Stop payment) প্রত্যাহার এবং সরকার পক্ষ মূল মামলা যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	উক্ত ১৮.১০.২০১৭ তারিখের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে রীট পিটিশন নং১৫৩৮৬/১৭ দায়ের করা হয়। রিট পিটিশনের গত ০৭.১১.২০১৭ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮.১০.২০১৭ তারিখের পত্রের কার্যকারিতা ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদানসহ জানুয়ারী/২০১৭ হতে বেতন ভাতাদি প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। আদালতের আদেশের নির্দেশনা হলো, "The respondents are directed to release the Monthly Pay order (M.P.O) of the petitioner with arrear from the month of January, 2017 for a period of 6 (Six) months from date". উক্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ ১৩.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশে আরোও ০১ (এক) বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়। রিট পিটিশনের অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-২৩৫৫/১৮ দায়ের করেন। যে আপিল মোকদ্দমাটি গত ১৪.১১.২০১৮ তারিখের আদেশে খারিজ (Dismissed) হয়। এ বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা যে লিখিত মতামত দিয়েছেন তা নিম্নরুপ: Our opinion is that the Directorate should take immediate steps to release the MPO of the above petitioners along with arrear form January 2017.	
১৫	জনবল কাঠামো ২০১০ এ প্রণীত মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শর্ত শিথিল করে এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসংগে। জনাব মো: রুহুল আমিন (প্রভাষক), লাহিড়ী ডিগ্রী কলেজ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও এর ১৯.০৩.২০১৮ তারিখে ব্যক্তিগত আবেদনে অবহিত করেন যে, জনাব মো: রুহুল আমিন, প্রতিবন্ধি নিবন্ধন নং-ঠাক/৯৪, তারিখ: ০৯.০৬.২০১০ বিগত ৩০.১১.২০১৩ ইং তারিখে লাহিড়ী ডিগ্রী কলেজ, বালিয়াডাঙ্গী ঠাকুরগাঁও এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হই এবং তিনি গত ০১.১২.২০১৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করে অদ্যাবধি বিশ্বস্থতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪(খন্ড-১).৭১১, তারিখ: ৩১.১২.২০১৭ খ্রি: একজন তালিকাভুক্ত শিক্ষক। ০৮.০২.২০১৮ ইং তারিখে প্রকাশিত ঠাকুরগাঁও জেলা শিক্ষা অফিসের ৩৭.০২.৯৪০০.০০০.০২.০০১.১৮.১৮৫ স্মারকমূলে তার ক্রমিক নং-৪১। তার এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য বার বার ৬ বার ডি.জি (মাউশি) ও ডি.ডি (রংপুর) বরাবরে অধ্যক্ষ মহোদয় আবেদন করলেও নানা কারণ দেখিয়ে (Time schedule, মহিলা কোটা,	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.১০.১৯৯৯ তারিখের নং শা: ১২/অনুদান/৪/৯৯(অংশ-১)/৩৩০৪ স্মারকপত্র মোতাবেক পদার্থ, রসায়ন, গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও ব্যবস্থাপনা এই ০৬ (ছয়)টি বিষয় ব্যতীত প্রভাষক (কম্পিউটার) পদে তৎপরবর্তী সময়ে এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ ছিল না। বর্ণিত জনাব মো: রুহুল আমিন ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করায় তার এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	News paper incorrect, শিক্ষাগত যোগ্যতা) আবেদন Reject করা হয়েছে । এ বিষয়ে মাউশি এর কর্মকর্তাদের মৌখিক পরামর্শ হল এ প্রতিবন্ধী শর্ত শিথিলের একমাত্র এখতিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য	
১৬	দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (মালী) জনাব হোপনা মার্ডী (ইনডেক্স নং-৪২৯৫৫৪) এর সেপ্টেম্বর/২০১১ইং থেকে পুন: এম.পি.ও.ভুক্তিসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৩.০৪.২০১৯ তারিখে নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৬০.২০১৯.১১৭৫ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (মালী) জনাব হোপনা মার্ডী (ইনডেক্স নং-৪২৯৫৫৪) ২৬.০৭.১৯৯৭খ্রি: মালী পদে যোগদান করে জুলাই, ১৯৯৮ সালে এম.পি.ও.ভুক্ত হয়ে আগষ্ট, ২০১১খ্রি: পর্যন্ত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ভোগ করেন। এম.পি.ও. কপিতে তার জন্মতারিখ ছিল ০১.০৬.১৯৪৪ খ্রি: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম তারিখ ৩১.০৩.১৯৬৯খ্রি: । জন্মতারিখ ভুল থাকার কারণে সেপ্টেম্বর, ২০১১খ্রি: মাসের এম.পি.ও. কপি থেকে তার নাম বাদ পড়ে যায়। জন্মতারিক সংশোধন পূর্বক সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে বকেয়াসহ তার নাম পুন: এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য অধ্যক্ষ আবেদন করেন। তার আবেদনের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২ নং বিনদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর এর চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত তার জন্ম তারিখ ৩১.০৩.১৯৬৯খ্রি:। জাতীয় পরিচয়পত্র নং-২৭১৬৯১৭৪৯২০১৫। তার জন্ম তারিখ: ৩১.০৩.১৯৬৯খ্রি:। নবাবগঞ্জ সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ দিনাজপুর এর বর্তমান প্রধান শিক্ষক মি. দিলীপ কুমার সাহা কর্তৃক প্রদেয় ভর্তির রেজিষ্ট্রারে দেখা যায় যে, তার জন্ম তারিখ ৩১.০৩.১৯৬৯খ্রি:। কিন্তু তার ১ম এম.পি.ও. শিটে জন্ম তারিখ উল্লেখ নাই। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর এর ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (মালী) জনাব হোপনা মার্ডী এর বেতন ভাতা বকেয়াসহ ছাড় করা যায়। তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় সিদ্ধান্তের জন্য	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (মালী) জনাব হোপনা মার্ডী (ইনডেক্স নং-৪২৯৫৫৪) এর জন্ম তারিখ: ০১.০৬.১৯৪৪ সালের পরিবর্তে ৩১.০৩.১৯৬৯ সংশোধন এবং সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৭	রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন পুঠিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক (কম্পিউটার শিক্ষা) জনাব মো: আবুল হোসেন এর এম.পি.ও.ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৯.০৪.২০১৯ তারিখে নং-৭জি/১৫০(ক-৩)/২০০৬/১২৪৬ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন পুঠিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.১০.১৯৯৯ তারিখের নং- শা: ১২/অনুদান/৪/৯৯(অংশ-১)/৩৩০৪ স্মারকপত্র মোতাবেক পদার্থ, রসায়ন, গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও ব্যবস্থাপনা এই ০৬ (ছয়)টি বিষয় ব্যতীত প্রভাষক (কম্পিউটার) পদে তৎপরবর্তী সময়ে এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ ছিল না। বর্ণিত জনাব মো: আবুল হোসেন মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করায় তার

	(কম্পিউটার শিক্ষা) জনাব মো: আবুল হোসেন এর এম.পি.ও.ভুক্তির আবেদনটি মন্ত্রণালয়ের ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের অনলাইন এম.পি.ও. বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারক মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পুঠিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজটি ডিগ্রী কোডে এম.পি.ও.ভুক্ত। জনাব মো: আবুল হোসেন ১২.০৭.২০০৪ তারিখে প্রভাষক (কম্পিউটার শিক্ষা) পদে যোগদান করেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৩য় শ্রেণির স্নাতক (পাস) সহ মনোবিজ্ঞানে ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ৬ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.১০.১৯৯৯ তারিখের নং শা: ১২/অনুদান/৪/৯৯(অংশ-১)/৩৩০৪ স্মারকপত্র মোতাবেক প্রভাষক (কম্পিউটার শিক্ষা) পদে নিয়োগ নিতে হলে পদার্থ, রসায়ন, গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হতে হবে। জনাব মো: আবুল হোসেন, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স পাশের সনদ দ্বারা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। মন্ত্রণালয়ের ২৮.১০.১৯৯৯ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স পাশের সনদ দ্বারা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রভাষক পদে এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ ছিলনা বিধায় মাউশি থেকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।	এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২. এমতাবস্থায়, পুর্নবিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৯/৫/২০১৭

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭
ই মেইল ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল) ।
৬. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।